গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫
www.srdi.gov.bd

নম্বর: ১২.০৩.০০০০.০০৩.৯৯.০০২.১৯.২১১৯

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা অধিশাখার ২২ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮১৭.২০.০০১.২৪.৪৮ সংখ্যক পত্রের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ১২.০০.০০০০.০১২.৩২.০২৮.২০.৩৯৯ সংখ্যক পত্রটি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৃষ্ঠাংকনপূর্বক প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

০৭-০৫-২০২৪
মোঃ জালাল উদ্দীন
মহাপরিচালক

নম্বর: ১২.০৩.০০০০.০০৩.৯৯.০০২.১৯.২১১৯/১ (২৪)

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
২। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৩। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়/বিভাগীয় গবেষণাগার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর;
৪। প্রকল্প পরিচালক, এসআরডিআই-এর ভবন নির্মাণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সিসিবিএস) প্রকল্প, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৫। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৬। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৭। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন শাখা/ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং শাখা/ল্যান্ড ইভালুয়েশন অ্যান্ড কোরিলেশন শাখা/হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট শাখা/নির্দেশিকা সেল/ডিপিএস অ্যান্ড আইসিটি শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৮। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল কেমিস্ট্রি শাখা/সয়েল ফিজিক্স অ্যান্ড মিনারেলজি শাখা, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
৯। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়/বিভাগীয় গবেষণাগার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/রংপুর/বরিশাল/সিলেট;
১০। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান/লবণাক্ততা

ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনা;

১১। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ/জামালপুর/টাংগাইল/ফরিদপুর/পাবনা/বগুড়া/দিনাজপুর/কুমিল্লা/রাঙ্গামাটি/নোয়াখালী/যশোর/কুষ্টিয়া/পটুয়াখালী/মৌলভীবাজার/কক্সবাজার/ভোলা/চাঁদপুর/ঠাকুরগাঁও/লালমনিরহাট/গাইবান্ধা;

১২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, নওগাঁ/নরসিংদী/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ মুন্সীগঞ্জ/ঝিনাইদহ/সাতক্ষীরা/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/নেত্রকোনা/সিরাজগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুর/গোপালগঞ্জ/সুনামগঞ্জ;

১৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক গবেষণাগার, ময়মনসিংহ/জামালপুর/ফরিদপুর/কুমিল্লা/নোয়াখালী/বগুড়া/দিনাজপুর/কুষ্টিয়া/ঝিনাইদহ/টাংগাইল/পাবনা/যশোর/রাংগামাটি/পটুয়াখালী/ গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ;

১৪। প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অংগ, খুলনা;

১৫। ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ);

১৬। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাটা প্রসেসিং এন্ড স্ট্যাটিসটিকেল এন্ড ইনফরমেশন এন্ড কমুনিকেশন টেকনোলজি (ডিপিএস এন্ড আইসিটি) শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

১৭। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সয়েল মাইক্রোবায়োলজী অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি শাখা/সয়েল ফিজিক্স অ্যান্ড মিনারেলজি শাখা/সয়েল কেমিস্ট্রি শাখা, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

১৮। সিনিয়র কার্টোগ্রাফার, কার্টোগ্রাফি শাখা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

১৯। উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়/বিভাগীয় গবেষণাগার/আঞ্চলিক কার্যালয়/আঞ্চলিক গবেষণাগার/গবেষণা কেন্দ্র/প্রকল্প অফিস;

২০। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (সকল), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়/বিভাগীয় গবেষণাগার/আঞ্চলিক কার্যালয়/আঞ্চলিক গবেষণাগার/গবেষণা কেন্দ্র/প্রকল্প অফিস;

২১। সহকারী পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

২২। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা;

২৩। স্টোর অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা এবং

২৪। অফিস নথি।

০৭-০৫-২০২৪
মোঃ জালাল উদ্দীন
মহাপরিচালক

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) Potrojari_2024_3005_05_071715055288881796O323

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০১২.৩২.০২৮.২০.৩৯৯

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪৩১
২৫ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল সংক্রান্ত।**

সূত্র: ০৪.০০.০০০০.৮১৭.২০.০০১.২৪.৪৮ ২২ এপ্রিল ২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল সংক্রান্ত সূত্রস্থ পত্রটি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

ডাইরী নং........
পরিচালক (ফিল্ড/এনালাইটিক্যাল)
পিএসও (TEC Division)
পিএসও (......)
পিডি (......)
এসএসও (......)
সি. কার্টোগ্রাফার (......)
এসও (......)
পিএলও (......)
সহকারী পরিচালক (......)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (......)
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (......)
স্টোর অফিসার (......)
অফিস তত্ত্বাবধায়ক (......)
পিএ টু ডিজি (......)

২৫-৪-২০২৪
শেখ হাফিজুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৫৭৪২৯
ইমেইল: admin1@moa.gov.bd

বিতরণ :
১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ প্রধান
২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান গণ
৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০১২.৩২.০২৮.২০.৩৯৯/১(২)

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪৩১
২৫ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়
২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দপ্তর
প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
সিএসও
পিএসও
এসএসও
এসও
পিএলও
পিএ
অন্যান্য
স্বাক্ষর
ডাইরী নং

২৫-৪-২০২৪
শেখ হাফিজুর রহমান
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গবেষণা অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

রক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮১৭.২০.০০১.২৪.৪৮

তারিখ: ৯ বৈশাখ ১৪৩

২২ এপ্রিল ২০

য়: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের গবেষণা খাতের বরাদ্দ হতে গবেষণাকর্মে আগ্রহী মন্ত্রিপরি াগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে (৯ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেড) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (এপ্রিল, ২০২৪ প শোধিত) অনুসরণে আগামী ২৩ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর গবেষণা প্রস্তাব **(সফট্ ও হার্ডকপি-০৩ সেট)** দাখিল করার জন্য নির্দেশ রোধ করা হলো।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গঠিত গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গবেষণার ধিকার খাত ও বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

গবেষণা নির্দেশিকায় উল্লিখিত গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র/বিষয়বস্তু	**ক্ষেত্রসমুহের অধীনে সম্ভাব্য গবেষণার বিষয়সমূহ**
দেশের সমসাময়িক উন্নয়ন ও জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ	• ভিশন ২০৪১-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা, • ই-নথি বাস্তবায়ন • স্মার্ট জনপ্রশাসন • উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় • উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের ভুমিকা; ইত্যাদি
সুশাসন, প্রশাসনিক সংস্কার, নাগরিক সেবা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত	• সুশাসন অর্জনে জনসম্পৃক্ততার গুরুত্ব ও বৃদ্ধির উপায় • সুশাসন অর্জনে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের (এপি জিআরএস, সিটিজেন চার্টার, জাতীয় শুদ্ধাচর কৌশল)-এর প্রভাব • তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবতা এবং প্রায়োগিক সমস্যা • স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট সিটিজেন; ইত্যাদি
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ	• ভোক্তা অধিকার • খাদ্য মূল্য নির্ধারণে মাধ্যসত্বভোগীর ভূমিকা • ভেজাল খাদ্য রোধে জনসচেতনার গুরুত্ব • স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত বিষয়াদি • নগরায়নের প্রভাব; ইত্যাদি
সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার উদ্যোগ, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি	• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জনপ্রশাসন • চতুর্থ শিল্প বিপ্লব; ইত্যাদি

উল্লিখিত সম্ভাব্য বিষয়সমূহ ছাড়াও প্রধান বিষয়বস্তুর আওতায় সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে।

। গবেষণার দল গঠন ও গবেষণা প্রস্তাব (নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী) দাখিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকায় বা মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। **তাছাড়া, গবেষণা দলে যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ে সম্পৃক্ততা রয়ে প একজন শিক্ষককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যোগ্যতা গবেষণা নির্দেশিকার ৭। চ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা অনুযায়ী হতে হবে।** গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাই ww.cabinet.gov.bd) **'রিসার্চ কর্ণার'** সেবা বক্স এবং **'নীতিমালা ও প্রাকাশনা'** সেবা বক্সের **'নীতিমালা'** অংশে পাওয়া যাবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও অনুমোদনক্রমে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান সংক্রান্ত এ বিজ্ঞপ্তীটি জারী করা হলো।

যুক্তি: গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

২২-৪-২০২৪
মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৪১০৫০১২৭
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
ইমেইল: re_sec@cabinet.gov.bd

রণ :
সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
জেলা প্রশাসক (সকল)
সকল কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮১৭.২০.০০১.২৪.৪৮/১(৬)

তারিখ: ৯ বৈশাখ ১৪
২২ এপ্রিল ২০

য় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (বিষয়টি মাঠ প্রশাসনে অবহিত করার অনুরোধসহ)
যুগ্মসচিব, প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
সচিব সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২২-৪-২০২৪
মোঃ জালাল হাবিবুর রহমান
উপসচিব

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গবেষণা অধিশাখা

(এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

দেশের সার্বিক উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নীতি-উপাত্ত (Policy Input) হিসাবে সরবরাহের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হইলো।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

(ক) এই নির্দেশিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা নির্দেশিকা, ২০১৭ (এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত) নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই নির্দেশিকা কেবল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নির্দেশিকায়-

(ক) "গবেষক" বলিতে এই নির্দেশিকার অধীনে গবেষণার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(খ) "গবেষণার সময় বা মেয়াদ" বলিতে অর্থবছর (০১ জুলাই-৩০ জুন) বুঝাইবে। ক্ষেত্র বিশেষে কর্তৃপক্ষ এ সময় হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা মনোনীত কর্মকর্তা।

৩। **গবেষণার উদ্দেশ্য:**

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাদের গবেষণা ভিত্তিক জ্ঞান, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য-উপাত্ত (input) সরবরাহ করা।

(গ) সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল সরকারের নীতি (Policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা।

৪। গবেষণার বিষয়বস্তু:

(ক) দেশের সমসাময়িক উন্নয়ন ও জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ;

(খ) সুশাসন, প্রশাসনিক সংস্কার, নাগরিক সেবা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

গ) জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ;

ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসনের কাজের সহিত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ;

(ঙ) সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার উদ্যোগ, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি (প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ডেলটা প্ল্যান, ভিশন-২০৪১ ইত্যাদি); এবং

চ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন বিষয় অথবা বিষয়সমূহ।

৫। গবেষণার আর্থিক সীমা:

(১) আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় তিন ধরনের গবেষণা প্রকল্প থাকিবে:

(ক) ক শ্রেণি : ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত;

(খ) খ শ্রেণি : ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার উর্ধ্ব থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত; এবং

(গ) গ শ্রেণি : অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার প্রাক্কলিত বাজেট সম্বলিত;

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে গবেষণা প্রকল্পের ব্যাপ্তি (Scope) বিবেচনায় আর্থিক পরিধি পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। গবেষণা দল:

ক) এককভাবে কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হইবে না। দলগতভাবে গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। 'ক' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৪ জন, 'খ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ জন এবং 'গ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২ জনের দল গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবে;

খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মাঠ প্রশাসন বহির্ভূত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গবেষণা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক বা অবসরপ্রাপ্ত কোন সরকারি কর্মকর্তাকে গবেষণা দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। 'ক' এবং 'খ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকার ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষকগণের মধ্যে ন্যূনতম একজনকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা গবেষণা দলের দলনেতার দায়িত্ব পালন করিবে।

গ) কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের উপর গবেষণা প্রস্তাব দাখিল ও পরিচালনার জন্য এ বিভাগের যে কোনো Thematic Group বা উপযুক্ত কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

ঘ) কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়োজনে স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনার জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

৭। গবেষকদের যোগ্যতা:

ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [১][ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ] এবং মাঠ প্রশাসনে কর্মরত ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক (পিএইচডি ডিগ্রিধারী); স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক (গবেষণা কাজে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই)টি প্রকাশনা থাকিতে হইবে);

গ) পিএইচডি ডিগ্রিসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই)টি প্রকাশনা রহিয়াছে এরূপ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা;

ঘ) গবেষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি বা প্রশ্ন দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

ঙ) একজন গবেষক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক একইসময়ে পরিচালিত কেবল একটি গবেষণায় সম্পৃক্ত হইতে পারিবেন।

৭.১ গবেষকদের অযোগ্যতা:

ক) চাকরিবিধি বা প্রচলিত আইনের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত হইলে; এবং

খ) বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক অসততার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে।

৮। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি :

ক) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
খ) অনুবিভাগ প্রধান (সকল), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
গ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
ঘ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
(ঙ) যুগ্মসচিব/উপসচিব (পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
(চ) যুগ্মসচিব/উপসচিব (প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য ২ (দুই)জন গবেষক	সদস্য
জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক	সদস্য
ঝ) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (গবেষণা অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

* গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

[১] [illegible]

(২) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি:

ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও প্রাথমিকভাবে বাছাই করা;

(খ) গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়ে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মতামত/সুপারিশ প্রদান করা;

(গ) গবেষণা প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঘ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও অর্থ ছাড়ের সুপারিশ করা;

(ঙ) সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশনা সম্পর্কে মতামত প্রদান এবং গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষকগণকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) এই নির্দেশিকার ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত গবেষণার পরিধির আলোকে এই কমিটি গবেষণার বিষয়বস্তুর অগ্রাধিকার নির্বাচন করিতে পারিবে।

(৩) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের সম্মানি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যাইবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে উক্ত সম্মানির ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ/পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রতি তিন মাস অন্তর কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে। প্রয়োজনে কমিটি যে-কোনো সময় সভায় মিলিত হইতে পারিবে।

৯। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন:

(ক) গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইবে।

(খ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট উল্লেখ করে গবেষণা অধিশাখা অফিস আদেশ জারি করিবে।

১০। গবেষণা প্রস্তাবে যে সকল বিষয় অথবা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(১) একটি গবেষণা প্রস্তাবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

(ক) গবেষণার শিরোনাম (প্রস্তাবিত গবেষণার সহিত তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যের সহিত অর্থবোধক);
(খ) ভূমিকা (Introduction);
(গ) সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem Identification/ Problem Statement);
(ঘ) গবেষণার প্রশ্ন (Research Question);
(ঙ) গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research);
(চ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives);
(ছ) প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Result) (Optional);

(জ) গবেষণার পরিধি (Scope of Research);
(ঝ) গবেষণা পদ্ধতি (Methodology);
(ঞ) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis);
(ট) সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time-bound Action Plan); এবং
(ঠ) প্রস্তাবিত বাজেট (Proposed Budget)।

(২) গবেষণা প্রস্তাবের সাথে Flow-chart আকারে গবেষণার ডিজাইন (Research Design) দাখিল করিতে হইবে। যাতে গবেষণার পদ্ধতি, কর্মপরিকল্পনা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত রূপরেখা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) গবেষকদের জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইবে।

১১। **গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সময়সূচি:**

গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান ও অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ সময়সূচি অনুসরণ করা হইবে:

(১) অর্থবছর শুরুর পূর্বের কার্যক্রম:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান: প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের মধ্যে;

খ) গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ: প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের মধ্যে;

(গ) গবেষণা প্রস্তাব বাছাই ও সুপারিশ চূড়ান্তকরণ: মে মাসের মধ্যে;

(২) অর্থবছর শুরুর পরের কার্যক্রম:

(ঘ) গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন: জুলাই মাসের মধ্যে

(ঙ) জুলাই মাসের মধ্যে গবেষণাদলের দলনেতার অনুকূলে অফিস আদেশ জারি সম্পন্ন করিতে হইবে। অফিস আদেশ জারির তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(চ) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য গবেষণা দল কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল: ডিসেম্বরের মধ্যে;

(ছ) গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন: জানুয়ারি মাসের মধ্যে

(জ) গবেষণা অধিশাখায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল: ৩০ এপ্রিলের মধ্যে;

(ঝ) মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন: ১৫ মে'র মধ্যে;

(ঞ) চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন: ৫ জুনের মধ্যে;

(ট) প্রতিবেদন উপস্থাপনার সময় প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী গবেষণা দল কর্তৃক হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব শাখায় হিসাব দাখিল: ১০ জুনের মধ্যে।

(৩) উপরোক্ত সময়সীমা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১২. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন:

(১) গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এক বা একাধিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে। উক্ত কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। যুগ্মসচিব (প্রকল্প ও গবেষণা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মূল্যায়ন কমিটি/কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন;

(২) উক্ত কমিটি গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণা প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করিবে। গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য উক্ত কমিটি গবেষণা দলের নিকট তথ্য, ছবি, ভিডিও ক্লিপ ও তথ্যসূত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং

(৩) কমিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গবেষণা দলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৩. গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন:

ক) চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গবেষণা দলসমূহ এক বা একাধিক গবেষণা সেমিনার আয়োজন করিবে;

খ) সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা দল প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণা প্রতিবেদনের হার্ডকপি এবং সফটকপি দাখিল করিবেন;

গ) আয়োজিত সেমিনারে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মনোনীত কর্মকর্তাগণের এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করা হইবে; এবং

ঘ) প্রয়োজনে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে অনলাইনে যুক্ত করা যাইবে।

১৪. গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব:

গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট ন্যস্ত থাকিবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণা দল কর্তৃক দেশি বিদেশি স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা হইবে। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হইলে উক্ত গবেষণা দলকে পুরস্কৃত করা

হইবে। গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে উক্ত পুরস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property) ও কপিরাইট (Copyright)-সংক্রান্ত বিষয়ে 'কপিরাইট আইন, ২০০০' এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত কোন মতামত প্রদান বা প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাইবে না।

১৫. গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

১৫.১ তহবিলের উৎস:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ কার্যক্রমের পরিচালন অংশের গবেষণা ব্যয় (কোড নং- ৩২৫৭১০৩) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ।

১৫.২ সম্মানি:

ক) প্রতিটি মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি পাইবেন এবং গবেষণা খাতের বরাদ্দ হইতে বিধি মোতাবেক উক্ত সম্মানির অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

খ) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক প্রাথমিক বাছাই, গবেষণার মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ/সেমিনারের ব্যয় অর্থবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী গবেষণা খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করিতে হইবে।

১৫.৩ গবেষণা দল/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট বিভাজন:

(ক) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা দলের সদস্যগণ সম্মানি হিসেবে প্রাপ্য হইবেন। অবশিষ্ট অর্থ গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(খ) যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা (সরকারি ভাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে), গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয় এবং মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মুদ্রণ ব্যয়। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারিসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি গবেষণা সহায়তা ব্যয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদিত বাজেট বিভাজনের বাহিরে কোন গবেষণা দল ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে না। সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৫.৪ গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ:

(ক) অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন কিস্তিতে গবেষণা দলের দলনেতার অনুকূলে নিম্নরূপভাবে ছাড় করা হইবে-

i. গবেষণা অধিশাখা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য সরকারি আদেশ জারির পর গবেষণা দলের দলনেতা কর্তৃক গবেষণা পরিকল্পনা দাখিল সাপেক্ষে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ২৫ ভাগ প্রথম কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে;

ii. গবেষণার মধ্যবর্তী পর্যায় (ন্যূনতম ৫০% কাজ সম্পন্ন হওয়া) পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর এবং মধ্যবর্তী প্রতিবেদন (Mid Term Report) উপস্থাপন সাপেক্ষে অনুমোদিত গবেষণার মোট বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ দ্বিতীয় কিস্তিতে অগ্রিম হিসাবে; এবং

iii. সেমিনারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান, সেমিনারে উপস্থাপন এবং উপস্থাপনের সময় প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন ৫ কপি (বাঁধাইকৃত) ও সফ্টকপি জমা দেওয়ার পর তৃতীয় কিস্তির অবশিষ্ট ২৫ ভাগ অর্থ প্রদান করা হইবে।

(খ) গবেষণা দলের দলনেতা ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের হিসাব শাখায় জমা দিয়ে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করিবেন। পূর্বে গৃহীত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা যাইবে না; এবং

(গ) গবেষণাদলের দলনেতাকে গবেষণার অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

১৬. গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা:

(ক) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট জমা না দিলে কিংবা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক জমাকৃত গবেষণা পরিত্যাজ্য/বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা খাতে গৃহীত অর্থ গবেষণা দল ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন;

(খ) গবেষণার ব্যয়ভার নির্বাহের পর যদি কোনো পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায় তাহা গবেষণা দলের দলনেতা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(গ) যদি গবেষণা দলের কোন সদস্য বা গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণে অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটিলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাহা আদায় করা যাইবে।

১৭. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ:

গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক বিষয়ে কোনো অডিট আপত্তি উত্থাপিত হইলে উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির দায় গবেষণা দলের দলনেতার উপর বর্তাইবে। অডিট আপত্তি এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

১৮. গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের লিখিত অঙ্গীকারনামা দাখিল:

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা দলের সদস্যগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার দাখিল করিবেন যে তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণার কাজ সম্পাদন করিবেন এবং কোনো কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানি/অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(খ) গবেষণায় পরিচালিত কার্যক্রম এবং প্রকাশিত ফলাফল/মতামত/সুপারিশের দায় একান্তভাবে গবেষকের নিজস্ব, এই ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কোনো দায়দায়িত্ব বহন করিবে না। এই মর্মে গবেষকগণ লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবে।

১৯। বিবিধ:

(ক) গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর কোনো গবেষণা দল গবেষণা পরিচালনা করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে পরবর্তী দুই অর্থবছর তাঁহারা কোনো গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করিতে পারিবেন না;

(খ) গবেষণা দলের সদস্যগণ নিজে অথবা তথ্য সংগ্রাহকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন; এইক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রাহককে সম্মানি প্রদান করা যাইবে;

(গ) গবেষণা দলের কোনো সদস্য পরিবর্তন/সংযোজনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উক্তরূপ পরিবর্তন/সংযোজন করা যাইবে;

(ঘ) গবেষণা দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে Plagiarism পরিহার্য; কোনো দলের প্রতিবেদনে Plagiarism প্রমাণিত হইলে ঐ দলের সদস্যগণ পরবর্তী সকল সময়ের জন্য গবেষণা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হইবেন;

(ঙ) প্রদত্ত প্রতিবেদন মৌলিক এবং প্রতিবেদন বা ইহার কোন অংশ অপর কোন প্রতিবেদন বা উৎস হইতে আহরিত নয় মর্মে গবেষণা দলের সদস্যগণ প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন;

(চ) প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের Reference স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে;

(ছ) গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ethical issues নিশ্চিত করিতে হইবে; জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে - এই ধরনের কোনো গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা কাহাকেও পীড়া দেয় - এমন কোনো মন্তব্য, বিবৃতি, ছবি, প্রতীক - ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাইবে না;

(জ) সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঝ) গবেষণা দলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম কিংবা অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়ে তদন্তক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঞ) গবেষণা শাখা অথবা অধিশাখা গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে;

(ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমতিক্রমে গবেষণালব্ধ ফলাফল যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা যাইবে (যেমন: কর্মশালা/সেমিনার, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি);

(ঠ) গবেষণার চূড়ান্ত বিল ভাউচারের ০১ (এক) কপি গবেষণা অধিশাখায় প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(ড) সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গবেষণা নির্দেশিকার কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করিবেন।

২০। এই নির্দেশিকার বর্ণিত কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা কোন প্রকার জটিলতা তৈরি হইলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।